History Honours Semester-I
GE-Core Course-I (Human Rights)
Topic : ভারতে মানবাধিকার ও প্রতিবন্ধকতা
Prepared by : Nilendu Biswas

❍ **ভারতে মানবাধিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা ঃ** অষ্টাদশ শতক থেকে ভারতে মানবাধিকার রক্ষার জন্য শোষিত মানুষের প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে । ১৯ শতকে ব্রিটিশ আমলে যে সব কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে, সেগুলি ছিল নিপীড়িত কৃষকদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন । বৃহত্তর অর্থে বিংশ শতকের বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন, নারী আন্দোলন ও নয়া সামাজিক আন্দোলন মানব অধিকার রক্ষার আন্দোলন । ঐসব আন্দোলনের বিষয় ছিল ভিন্ন ভিন্ন । কৌশল ও নেতৃত্বের প্রকৃতিতে পার্থক্য ছিল কিন্তু ঐসব প্রতিবাদী আন্দোলনই মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন ।

জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারনাটির সঙ্গে উক্ত হয়েছিল মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ধারা । ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য একটি ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করা হয়, যাতে দাবি ছিল বাক স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা, জাতিগত বৈষম্য থেকে মুক্তি ইত্যাদি । ১৯৩১ সালে করাচি সম্মেলনে কংগ্রেস মৌলিক অধিকারে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ১৯৩৬ সালে জহরলাল নেহেরু ভারতে প্রথম পৌর স্বাধীনতা সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন । ঐ বছরই সারা ভারত পৌর স্বাধীনতা সংঘ গঠিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি হন ।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষিত হয়েছে । সংবিধানের প্রস্তাবনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতামত বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা এবং মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে । সংবিধানের তৃতীয় অংশে নাগরিকদের সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার এবং সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার প্রদান করা হয়েছে । তাছাড়া চতুর্থ অংশে স্নাতকগুলি অর্থনৈতিক সামাজিক, আইন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ক এবং আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের আদর্শ সংক্রান্ত নীতি সমূহ ঘোষিত হয় । এছাড়া ৩২৬ নং ধারায় সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃতিলাভ করেছে । সর্বপরি সংখ্যালঘু এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতি গুলির জন্য কতকগুলি বিশেষাধিকার প্রদান করা হয়েছে ।

মহিলা, সংখ্যালঘু এবং তপসিলি জাতি ও উপজাতিদের মো সামাজিক দুর্বল অংশের কল্যাণ বিধানের জন্য সংবিধানে লিপিবদ্ধ বিধিব্যবস্থা গুলি যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য কেন্দ্রীয় সরার বিভিন্ন কমিশন নিয়োগ করে । এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল--'সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশন', 'মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশন' এবং 'তপসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশন'। ১৯৯৩ সালে 'মানবাধিকার রক্ষা আইন' প্রণীত হয় । এই আইন অনুসারে ঐ বছরেই 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' গঠিত হয় । পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে রাজ্য সরকার একটি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে 'পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কিশন' গঠন করেছে ।

যদিও পুলিশ বাহিনির দমন-পীনমূলক আচারণ মানবাধিকার লঙ্ঘন করে । তাই সরকার পুলিশের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার বিধি প্রণয়ন করেছে । ভারতে মহিলাদের মানবাদিকার রক্ষার জন্য বিচার বিভাগ

প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মামলার বিচারের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট মানবাধিকার রক্ষার জন্য রীট জারি করেছে ।

ভারতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অতিগুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেচে । দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও অন্যান্য শহরে ও রাজ্যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও নাগরিক সংগঠন মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য কাজ করছে । বিভিন্ন শহরে বস্তিবাসী শিশুদের শিক্ষাদান, অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে দেশের বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও নাগরিক সংগঠন মানব অধিকার সংরক্ষণের কাজ করছে । শিক্ষাদান, অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে দেশের বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিযুক্ত । তাছাড়া দেশে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, খ্রিস্টান চার্চগুলো ও অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠন বঞ্চিত, শোষিত মানুষের আশ্রয়, চিকিৎসা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও বালক-বালিকাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে।

❍ **মানবাধিকার রক্ষার প্রতিবন্ধকতা ঃ** **ক)** ভারতে মানবাধিকার আজও সুরক্ষিত নয় । ভারতে মানবাধিকার রক্ষার পথে প্রধান বাধা হল তীব্র ধনবৈষম্য ও দারিদ্র্য । দেশের বহু মানুষ এখনো দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে । বহু মানুষ অনাহারে মারা যায় । তাদের জন্য অন্ন, আশ্রয়, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পারলে মানবাধিকার রক্ষা করা সম্ভব নয় ।

খ) সামাজিক কাঠামোরগত দিক থেকেও বাধা রয়েছে , সমাজের বর্ণভেদ প্রথা, মানুষের প্রতি আস্থা, অবহেলা-দমন-পীড়ন, শিক্ষার অভাব, সচেতনতার অভাব, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব মানুষের মানবাধিকার ক্ষুন্ন করছে । পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, কন্যাসন্তানকে অবাঞ্চিত বলে গণ্য করার নারীদের মানবাধিকারের বিরোধী ।

গ) বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী কাজর্ম মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে ।

ঘ) পুলিশের দুর্ব্যবহার, নিরাপত্তাকর্মীদের দমন পীড়ন মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে ।

ঙ) সরকারি কর্মচারিদের দুর্নীতি মানব অধিকারের বিরোধী ।

চ) নির্বাচনকে ঘিরে হিংসা ও দুর্নীতির জাল বিস্তৃত হয় তার ফলেও মানবাধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে ।

ছ) সবশেষে বলা যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতার বিশেষ অভাব ।